## ই–লার্নিং কি?

ই লার্নিং, আজকের যুগে এই ই-লার্নিং বিষয়টা সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি জানি। বিশেষত করোনা মহামারীর সময় থেকে বিশ্বের প্রায় সকলেই ই-লার্নিং পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। এই পদ্ধতি আমাদের অনেকটা সময় বাঁচায় এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরও আমরা এই পদ্ধতিতে অনেক কিছু শিখে নিতে পারি।

ই-লার্নিং এর 'ই' এর অর্থ হল 'ইলেক্ট্রনিক' অর্থাৎ এটি হল ইন্টারনেট ব্যবহার করে একটি ইলেকট্রনিক শিক্ষা পদ্ধতি। অনলাইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো এক সংস্থা থেকে জরুরী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাকেই ই-লার্নিং বলা হয়। বর্তমান যুগে ই-লার্নিং, ছাত্র ছাত্রী তথা অফিস কর্মীদের মধ্যেও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এর কারণ হল ই- লার্নিং এর মাধ্যমে নিজের মূল্যবান সময় এবং অর্থ ব্যয়, উভয়েরই সঠিক ব্যবহার করা যায়।

ই-লার্নিং এর সবচাইতে মজার বিষয়টা কি জানেন? সেটা হলো- এই যে আমি কিছু শিখছি কিংবা ক্লাস করছি কিন্তু আমি তথাকথিত কোনো ট্রেডিশনাল কক্ষ বা ক্লাসরুমে নেই। বাসার বিছানায় শুয়ে বেশ আয়েশ করে বুঝে চলছি কোয়ান্টাম ফিজিক্সের জটিল সব নিয়ম। তাও আবার কার কাছ থেকে? দেশি বা পৃথিবী-খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের নামজাদা প্রফেসরের কাছ থেকে। এর মধ্যেই আপনার মনে হলো একটু রাতের খাবার খেয়ে আসলে মন্দ হয় না। তো সমস্যা কি, ভিডিও থামিয়ে রেখে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এসে আবার সেখান থেকেই শুরু করতে পারছেন।

## বাংলাদেশেও ই–লার্নিং কেন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে?

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ই-লার্নিং। চলুন জেনে আসি দিন দিন কেন ই-লার্নিংয়ের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দিক বিবেচনায় মূলত ৪টি বিষয় ই-লার্নিংকে জনপ্রিয় করে তুলছে।

১. খরচ বাচাঁয়ঃ

অফলাইন পড়াশোনা, ট্রেনিং সবকিছুই অনেক ব্যয়বহুল। তাছাড়া, এগুলো মেইনটেইন করাও খুব কঠিন তাই এক্ষেত্রে ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে গতানুগতিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রদানে যে বিশাল ব্যয় হয়, তা প্রায় ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনা যায়।

২. সময় বাঁচায়ঃ

ট্রেডিশনালি কোনো ক্লাসরুম বা ট্রেনিং আয়োজনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা গোছাতে গোছাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। কিন্তু, ই-লার্নিং এ এসবের কোনো ঝামেলা নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা প্রশিক্ষণার্থী'র সুবিধামতো যেকোনো সময় পৃথিবীর যেকোনো স্থানে থেকেও পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

৩. কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়ঃ

ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়ন করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি কিংবা চাকরি ও ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যারা ছাত্র অথবা চাকরিজীবি, কাজের চাপে ব্যস্ত থাকে বা পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারনে জরুরী জ্ঞান ও সৃজনশীল দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে থাকে, তারা খুব সহজেই ই-লার্নিং এর মাধ্যমে নিজের অবসর সময়ে বিভিন্ন কোর্স করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন ও নিজেকে কর্মদক্ষ করে তুলতে পারে।

৪. পরিবেশগত বিরুপ প্রভাব কমিয়ে আনেঃ

কর্পোরেট সেক্টর বা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে পরিমাণ কাগজ লাগে তাতে আমাদের পরিবেশে একটা বিরুপ প্রভাব ফেলে এই কাগজ তৈরির মূল উপাদানের যোগান দিতে। তাই, ই-লার্নিং পরিবেশবান্ধব কর্মস্থল গঠনেও ভূমিকা রাখে।

# কর্পোরেট ই-লার্নিং এর সুবিধা ও সম্ভাবনা

গত দশ বছরে উন্নত দেশগুলোতে ই-লার্নিং এর একটি বিপ্লব পরিলক্ষিত হচ্ছে! Coursera, edX, Udemy, Lynda'র মত প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের মাঝে অনলাইন কোর্সকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছে। প্রথমে একাডেমিক কোর্স নিয়ে কাজ শুরু হলেও, ধীরে ধীরে কর্পোরেট জগতেও ই-লার্নিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। বর্তমানে Fortune এর শীর্ষ ৫০০ কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই কোনো না কোনো ই-লার্নিং প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে। এর ছোঁয়া বাংলাদেশেও লাগতে শুরু করেছে - বাংলাদেশেও এখন ধীরে ধীরে কর্পোরেট অনলাইন ট্রেনিং এর প্রচলন শুরু হচ্ছে।

তবে, যে বিষয়টি বেশিরভাগ কোম্পানিকে অফলাইন ট্রেনিং এর পাশাপাশি অনলাইন ট্রেনিং স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করতে বাধা দিচ্ছে, সেটি হল খরচ! অনলাইন ট্রেনিং কি আদৌ কার্যকরী? অনলাইন ট্রেনিং এর উপকারিতা কি এতই বেশি যে HR বাজেটের একটি বড় অংশ এখানে খরচ করে ফেলা যায়? যেসব HR ম্যানেজাররা এধরনের প্রশ্ন নিয়ে ভাবছেন; বা অনলাইন ট্রেনিং এর প্রকৃত বেনেফিটগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন; তাদের জন্য কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরছিঃ

- অনলাইন ট্রেনিং একটি প্রতিষ্ঠানকে ইনোভেশন এবং অগ্রগতির একেবারে প্রথম সারিতে নিয়ে যেতে পারে

একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে মূলত তার কর্মীদের নিয়েই - যারা প্রতিদিন তাদের কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে ফাংশনিং রাখেন, লাভজনক রাখেন, আরও বড় করেন! আর সেই মানুষগুলো যদি প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস শিখেন, নতুন নতুন স্কিল অর্জন করেন, নতুন নতুন প্রযুক্তি ও সিস্টেমের সাথে তাল মিলিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে আরও আপডেটেড রাখেন, তাহলে সেটি সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানকেই আসলে অপরাজেয় করে তোলে।

- অপেশাদার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজে লাগে

কর্পোরেট ই-লার্নিং এর একটি বড় সুবিধা হল - এর মাধ্যমে অ্যামেচার কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অ্যামেচার এমপ্লয়ী, ভলান্টিয়ার, ইন্টার্ন বা পার্ট টাইম কর্মী হায়ার করে তাদেরকে যথাযথ ট্রেনিং দিয়ে যোগ্য ও মূল্যবান কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ই-লার্নিং এর মাধ্যমে এভাবে ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ কর্মচারী তৈরি করতে যে খরচ হবে, অলরেডি দক্ষ এমন কর্মচারীদের বেশি বেতনে নিয়োগ দিতে এখন তার চেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে!

- যোগ্য নতুন কর্মী নিয়োগে কাজে লাগতে পারে

যোগ্য নতুন কর্মী নিয়োগে ই-লার্নিং কীভাবে কাজ করে? ধরুন নতুন কর্মী নিয়োগ দেয়ার পর, বা নিয়োগ দেয়ার সময় তাদেরকে বিভিন্ন অনলাইন মডিউলের Access দিয়ে দিলেন! মডিউলগুলোতে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, কাজের ধরন, কালচার, Day to Day life, সার্ভিস বা প্রোডাক্ট, কোড অফ কনডাক্ট, এথিক্স, কমপ্ল্যায়েন্স ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য থাকল। এই মডিউলগুলো তখন নতুন এবং মেধাবী কর্মীদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে। তাছাড়া পটেনশিয়াল কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ যখন প্রতিষ্ঠানের এই ই-লার্নিং প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে জানবে, এগুলোকে তখন তারা Employment Benefit হিসেবেই দেখবে!

- কর্মী তথা প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্টিভিটি এবং কাজের মান বৃদ্ধি পায়

যেসকল কর্মচারী ভালভাবে প্রশিক্ষিত, যারা কোম্পানির সার্ভিস বা প্রোডাক্ট বা কাজের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি নিয়ে বেশি ইনফর্মড, তারা কাস্টমার এবং কলিগদের আরও ভালভাবে সাপোর্ট দিতে পারবে। এতে কর্মী তথা সার্বিক প্রতিষ্ঠানেরই কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে! আর অফলাইন ক্লাসরুমের মাধ্যমে যে সময়ে এবং যে খরচে যতজন কর্মীকে এই ট্রেনিং দিতে পারবেন; অনলাইন ট্রেনিং এ সেই একই সময়ে এবং একই খরচে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। দশ-বিশ-পঞ্চাশ জন কর্মী থেকে শুরু করে শত শত, এমনকি হাজার হাজার কর্মীকে একসাথে স্বল্প খরচে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব অনলাইনে!

- কর্পোরেট ট্রেইনারের উপর নির্ভরশিলতা কমে

অনলাইন ট্রেনিং এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল - কর্পোরেট ট্রেইনারের উপর নির্ভরশিলতা ব্যাপকভাবে কমে যায়। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একই বা বিভিন্ন গ্রুপকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য বার বার কর্পোরেট ট্রেইনার ম্যানেজ করার ঝামেলা আর থাকছে না অনলাইন ট্রেনিং এ। তাই প্রথমবার অনলাইন ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করে ফেলার পর আর ট্রেইনারের প্রয়োজন হবে না বলা যায়। এতে একদিকে খরচ যেমন কমে; অন্যদিকে ক্লাসরুম ট্রেনিং এর পিছনে ট্রেইনার এবং কর্মীদের মূল্যবান Office Hour নষ্ট করতে হয় না!

- যখন দরকার, অনলাইন ট্রেনিং ঠিক তখনই পাওয়া যায়

যখন তখন একজন কর্মচারীর হয়ত কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রেফারেন্স, বা লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন প্রয়োজন হতে পারে। অনলাইন ট্রেনিং বা ই-লার্নিং থাকলে সেই তথ্য বা ম্যাটেরিয়াল সে তৎক্ষণাৎ এক্সেস করতে পারে - ঠিক যখন দরকার তখন। ধরা যাক, কোনো একজন কর্মচারী কোনো কাস্টমারকে রিফান্ড সার্ভিস দেয়ার সময় একটি জিনিস নিয়ে কনফিউজড হয়ে গেলেন বা তথ্যটি কনফার্ম হয়ে নিতে চাইলেন। অনলাইন ট্রেনিং থাকলে, তিনি খুব সহজেই তার একাউন্টে লগইন করে Customer Service বিষয়ক কোনো অনলাইন কোর্স থেকে সেই তথ্যটি জেনে নিতে পারলেন।

- ট্রেনিং এর খরচ কমে

কর্পোরেট অনলাইন ট্রেনিং এর সবচেয়ে বড় কয়েকটি সুবিধার একটি হল - এটি আসলেই খরচ অনেক কমিয়ে আনে। একই বিষয়ের অফলাইন ট্রেনিং এর জন্য প্রতিবার নতুন করে আয়োজন, লজিস্টিক্স, ট্রেইনার ফী, প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল ইত্যাদির পিছনের যে খরচ, সেটি অনেকটা কমে আসে অনলাইন ট্রেনিং এ। একটি বিষয়ের প্রয়োজনীয় সবকিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সবার জন্য সবসময় উন্মুক্ত থাকায় খরচ অনেক কমে যায়।

প্রযুক্তি কখনই বিকশিত হওয়া বন্ধ করে না। উন্নয়নশীল দেশের পথে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা উপযোগী করতে হলে ই-লার্নিং অনিবার্য। তাই এটি বলা যায় যে, দেশের ক্রমবর্ধমান তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর অনুকূল পরিবেশের কারণে বাংলাদেশে ই-লার্নিং এর ভবিষ্যত বিশাল এবং সম্ভাবনায় পূর্ণ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের পথে, দেশের ই-লার্নিং সেক্টরকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সেই অভিযাত্রায় কমিউনিয়ন আছে স্বপ্নসারথীর ভূমিকায়।